সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা ও উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাদের সাথে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের সমসাময়িক ঝুঁকি বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সমসাময়িক ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণে বাংলাদেশে কার্যরত সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা ও উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাদের সাথে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর প্রধান কর্মকর্তা, জনাব মোঃ মাসুদ বিশ্বাস সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিএফআইইউ এর উপপ্রধান কর্মকর্তা জনাব এ. এফ. এম শাহীনুল ইসলাম, বিএফআইইউ এর পরিচালক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম ও জনাব মোঃ আরিফুজ্জামানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান ও উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাগণ।

সভায় কাগুজে প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ গ্রহণ করে বা নন-ফান্ডেড সুবিধাকে ফান্ডেড সুবিধায় রূপান্তর ও ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে বিদেশে অর্থ পাচারসহ বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচার, অনলাইন ফরেক্স ট্রেডিং/গেমিং/বেটিং, ডিজিটাল হুন্ডি, ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ প্লাটফর্মের মাধ্যমে ভার্চুয়াল মুদ্রা বা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগসহ বিভিন্ন সমসাময়িক ঝুঁকি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া ওয়েজ আর্নারগণ যাতে ব্যাংকিং চ্যানেলে বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠান সে বিষয়ে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে সচেতনতা বাড়ানোরও তাগিদ দেন।

বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাসুদ বিশ্বাস তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিএফআইইউ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত হয়েছে। তিনি বলেন অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংকসমূহের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সম্প্রতি উদঘাটিত ঋণ জালিয়াতি করে অর্থ পাচার, বাণিজ্যভিত্তিক মানিলন্ডারিং, অনলাইন ফরেক্স ট্রেডিং/গেমিং/বেটিং, ডিজিটাল হুন্ডি, ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ প্লাটফর্মের মাধ্যমে ভার্চুয়াল মুদ্রা বা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগসহ বিভিন্ন কেসের বিষয়ে আলোকপাত করে এতদ্‌বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন। দুষ্কৃতিকারী ও অর্থ পাচারকারীরা যাতে ব্যাংকিং ব্যবস্থা ব্যবহার করে কোনো অপরাধ সংঘটিত করতে না পারে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান। বিএফআইইউ আর্থিক অপরাধের বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, যাদের পরিপালন ব্যবস্থায় দূর্বলতা পরিলক্ষিত হবে, তাদের বিষয়েই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। কোনো আর্থিক অপরাধের সাথে ব্যাংক কর্মকর্তার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে ব্যক্তি পর্যায়েও ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিএফআইইউ অনলাইন গেমিং/বেটিং সংশ্লিষ্ট ৩৭১টি, অনলাইন ফরেক্স ট্রেডিং সংশ্লিষ্ট ৯১টি ও ক্রিপ্টোকারেন্সি সংশ্লিষ্ট ৪১৩টি সন্দেহজনক লেনদেন গ্রহণ করেছে যা পর্যালোচনা করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বরাবরে প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া, হুন্ডি প্রতিরোধে ২২৯টি মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। হুন্ডির সাথে সংশ্লিষ্টতা সন্দেহে ২১ টি মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠান ও এদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ৩৯টি হিসাবের তথ্যাদি সিআইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। অনলাইন জুয়া/হুন্ডির সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে এ পর্যন্ত ২১,৭২৫টি ব্যক্তিগত হিসাব স্থগিত করা হয়েছে। অবৈধ হুন্ডি, গেমিং, বেটিং, ক্রিপ্টো সংক্রান্ত সর্বমোট ৮১৪টি ওয়েবসাইট, ১৫৯টি অ্যাপ এবং ৪৪২টি সোশ্যাল মিডিয়া পেজ/লিংক (ফেসবুক, ইউটিউব ও ইন্সটাগ্রাম) চিহ্নিতকরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সরবরাহ করা হয়েছে।

তিনি ব্যাংকসমূহকে আগামী দিনগুলোতে সপ্তাহিক ভিত্তিতে নগদ লেনদেন পর্যালোচনার পরামর্শ প্রদান করেন। কোনো অপরাধী কর্তৃক অসৎ উদ্দেশ্যে, জঙ্গী বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে ব্যাংক যাতে ব্যবহৃত হতে না পারে সে বিষয়ে নজরদারি বাড়ানোর সাথে সাথে সকল পক্ষের সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে মর্মে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি সংবেদনশীল অঞ্চলসমূহে কার্যরত ব্যাংকের শাখাসমূহের গ্রাহকদের লেনদেন পর্যালোচনা জোরদার করতে হবে। কোনো অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হলে তা সাথে সাথে বিএফআইইউ কে অবহিত করতে হবে। যে সকল ব্যাংক মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রদান করে তাদের অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করার বিষয়েও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

এসোসিয়েশন অব এন্টি-মানিলন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসারস্ অব ব্যাংকস ইন বাংলাদেশ (অ্যাকব) এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জিয়াউল হাসান মোল্লা মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সাথে নিয়ে বিএফআইইউ এর সাথে অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও কাজ করে যাবে মর্মে উল্লেখ করেন।